কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা কখনই উচিত নয়

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা কখনই উচিত নয়
ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
হিন্দুত্ববুক্স
স্ক্যান করেছেন শ্রী অভিজিৎ মাহাতো।

কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা কখনই উচিত নয়

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়ান এবং সাবধান হোন

মুসলমান যুবক শ্রী রিজোয়ানুর রহমানের রহস্যজনক মৃত্যু যে এক ঘোরতর তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য। পুলিশের মতে রিজোয়ানুর আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে বিষয়টা সি বি আই। তদন্ত করে দেখছে, তাই এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। কিন্তু কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই মৃত্যুর পিছনে আর এস এস-এর হাত আছে। অথচ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত পর্যালোচনা করলে মনে হয় এর পিছনে কোন ইসলামী জঙ্গী সঙ্গঠনের হাত থাকাই স্বাভাবিক। কোন একটি বেসরকারী সংস্থাকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে রিজোয়ানুর হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ওই চিঠির একটি কপি স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস এম এল এ জাভেদ খানের কাছে আছে বলেও সংবাদে প্রকাশ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, **কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা একটি মারাত্মক পাপ, যার নাম মোরতাদ (বা apostat)। এবং এই মোরতাদের শাস্তি হল মৃত্যু**। কাজেই এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে রিজোয়ানুরকে এই পাপকর্ম থেকে বিরত করতে না পেরে কোন ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন রিজোয়ানুরকে হত্যা করেছে। তবে আজ এ সব কথা অবান্তর, কারণ সি বি আই-এর মতে রিজোয়ানুর আত্মহত্যা করেছে।

যাই হোক, প্রিয়াঙ্কা টোডি ও রিজোয়ানুরের বিয়ের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে একটি হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান যুবককে বিয়ে করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা খতিয়ে দেখা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতের সংবিধান একজন প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে এই অধিকার দিয়েছে যে, সে তার নিজের পছন্দ মত জীবন সঙ্গী বেছে নিতে পারে। তাই **১৮** বছর বা তদূর্ধ্ব কোন হিন্দু মেয়ে যদি **২১** বছর বা তদূর্ধ্ব কোন মুসলমান যুবককে বিয়ে করে তবে আইনের দিক থেকে তাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও, কোন হিন্দু মেয়ে যখন কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে তখন সেই মেয়েটিকে কোন ভাবে দোষ দেওয়া চলে না। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি সহুনে আসছে, সব ধর্মই সমান। সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। সর্বোপরি, শ্রী রামকৃষ্ণ নাকি বলে গেছেন যে, সব ধর্মই এক বা **যত মত তত পথ**। কাজেই **এই সব ভুল কথা শুনে শুনে** কোন হিন্দু মেয়ে যদি **কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে তবে দোষ দিতে হবে তাদের, যাঁরা ওই সব ভুল এবং মিথ্যা কথা প্রচার করে চলেছেন।**

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯-এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে স্বামী অভেদানন্দের লেখা **মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ** নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যা পড়লে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ধর্ম হিসাবে ইসলাম হিন্দু ধর্ম থেকেও উৎকৃষ্ট। তাতে লেখা হচ্ছে যে, শিশু বয়স থেকেই মহম্মদ অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ ছিলেন এবং **সেই বাল্য কাল থেকেই তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হতেন। বাল্য বয়সে মেষ চরাতে চরাতে নাকি তাঁর জ্যোতি দর্শন হত**। আরবের নিষ্ঠুর পশুপালক সমাজের একজন মানুষ সমাধিতে নিমগ্ন হতেন, এই সমস্ত সংবাদ লেখক কোথা থেকে পেলেন তা এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

অথচ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মহম্মদ কি করেছিলেন তার এক বর্ণও লেখক

কোথাও লিখলেন না। তিনি লিখলেন না যে, **মহম্মদ ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকা করেছিলেন**। তিনি লিখলেন না যে, **মহম্মদ ৫৬ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে নিকা করেছিলেন এবং শেষ বয়সে ১২ (মতান্তরে ২২) জন রমণীকে বিয়ে করে একটি হারেম তৈরি করেছিলেন**। সেই পুস্তকে লেখা হল না যে, ৬২৬ খ্রীস্টাব্দে মদিনার কুরাইজা উপজাতির ইহুদিদের মহম্মদ কচুকাটা করেছিলেন। ৮০০ সক্ষম পুরুষ ইহুদিকে তরোয়াল দিয়ে ধড় মুণ্ড আলাদা করা হয়েছিল এবং ১০০০ নারী ও শিশুকে নিজেদের মধ্যে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়েছিল এবং বয়স্ক মহিলাদের ক্রীতদাসী হিসাবে নেজেদের হাটে বিক্রী করা হয়েছিল। **সব থেকে অল্প বয়স্কা সুন্দরী রিহানাকে মহম্মদ নিজের জন্য পছন্দ করে রাখলেন এবং ৮০০ মানুষকে গলা কেটে হত্যা করার পর সেই রাত্রেই মহম্মদ সেই রিহানা সুন্দরীর সঙ্গে শয়ন করলেন**। সমাধিতে নিমগ্ন হওয়া এক জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কি করে এই সব কাজ করলেন তা সেই পুস্তকে কেন স্থান পেল না?

সকলেরই স্মরণ আছে যে, গত কয়েক বছর আগে প্রখ্যাত পণ্ডিত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জনশতাব্দী মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে। সেই পণ্ডিতপ্রবর তাঁর একটি রচনায় লিখেছেন **ISLAM** কথার অর্থ হল, **I shall love all men** (বা আমি সব মানুষকে ভালবাসবো)। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ইসলাম কখনও সব মানুষকে ভালবাসার কথা বলে না। **ইসলামী মতে মানুষ দু রকমের**, (১) মুসলমান ও (২) অ-মুসলমান কাফের। ইসলাম এই কাফেরদের ভালবাসার কথা বলে না। কোরান মতে এক জন মুসলমানের পক্ষে সব থেকে পুণ্যের কাজ হল, কাফেরদের হত্যা করা। তাই কোরানের নির্দেশ হল, কাফেরদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন দাও, তাদের যথা সর্বস্ব লুট কর, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ কর, তাদের শিশুদের আছাড় দিয়ে মেরে ফেল, ইত্যাদি ইত্যাদি।[১] কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে ইসলাম সম্পর্কে এই সব মিথ্যা কথা তিনি লিখলেন কেন? তাঁর এই কথায় বিশ্বাস করে হিন্দু ঘরের কত মেয়ে যে মুসলমানকে বিয়ে করে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে তার খবর কে রাখে?

বর্তমানে বাবা লোকনাথ কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে খুবই জনপ্রিয় ও জাগ্রত হয়েছেন। আর এই জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে তাঁর আশ্বাস যে, কেন হিন্দু রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যেখানেই হোক না কেন, বিপদে পড়ে লোকনাথ বাবাকে স্মরণ করলে বাবা তাঁকে রক্ষা করবেন। কিন্তু লোকনাথ বাবার ভক্তদের এটুকু বিবেচনা করার শক্তি নেই যে, দেশ ভাগের প্রাক্কালে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা নিহত হয়েছিল, **১৯৭১** সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পাইকারী নারী ধর্ষণ হয়েছিল, অথবা অযোধ্যার মন্দির পুনর্নির্মাণের সময় বাংলাদেশে যে হিন্দু হত্যা ও হিন্দু নারী ধর্ষণ হয়েছিল, বাবা লোকনাথ তাদের রক্ষা করেননি কেন? দেশ ভাগের সময়, **১৯৪৮ সালে, লোকনাথ বাবার জন্মস্থান বারদি থেকে ২৫/৩০ মাইল দূরে ভৈরব পুলের ওপর এক ট্রেন ভর্তি হিন্দুকে কেটে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল**। লোকনাথ বাবা সেই অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করেননি কেন? এবং আজও বাংলাদেশে যে সব হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছেন, তাঁদের রক্ষা করার জন্য লোকনাথ বাবার কোন আগ্রহ নেই কেন? আসল কথা হল, হিন্দুরা আজ পরিণত হয়েছে একটা ক্লীব জাতিতে। তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার কথা ভাবছে না, ভাবছে অন্য কেউ তাদের রক্ষা করবে।

[১]কোরান: ৪,৩ ৭৪ ৭৬ ৯৪-৯৬ ১০১ ৮,১ ১২-৪০ ৪১ ৫৫-৭৫ ৯,৫ ১৪ ২৮ ২৯ ৩৩ ৬৮ ৭২ ৭৩ ১১৩ ১২৩ ১৪,১৬-১৮ ২২,১৯ ২৩,৭৮ ৪৭,১-১৫ ৫৫,৪১-৭৮ ৫৬,১২-৯৬ ইত্যাদি।

লোকনাথ বাবার এই সব ক্লীব ভক্তের দল একটা চলচ্চিত্র তৈরি করেছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বাবা যোগবলে মক্কায় চলে গিয়েছেন। মক্কায় বাবা এক মৌলভীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেই মৌলভীকে তিনি বলছেন - **আমি তোমার কাছ থেকে নেব কোরান আর তুমি আমার কাছ থেকে নেবে পুরাণ।** অর্থাৎ, কোরান আর পুরাণ একই জিনিস। এর পর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যে অংশটা দেখানো হচ্ছে তা হল, দেশে ফিরে বাবা তাঁর শিষ্যদের বলছেন যে, বাবা তাঁর জীবনে তিন জন খাঁটি বিপ্র দেখেছেন, যাদের মধ্যে মক্কার ওই মৌলভীটি একজন। অত্যন্ত মৌলবাদী মক্কার একজন মৌলভীকে এক জন সাত্ত্বিক ও সৎকর্মশীল ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনা করার মধ্য দিয়ে ওই ছবিতে ইসলাম ও তার মোল্লা মৌলভীদের সম্বন্ধে যে বিকৃত তথ্য প্রচার করা হয়েছে তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে হাজার হাজার প্রিয়াঙ্কা মুসলমানকে বিয়ে করলেও তাদের কোন দোষ দেওয়া চলে না।

সকলেরই জানা আছে যে, দেশ বিভাগের প্রাক্কালে মুসলমানের তাড়া খেয়ে বিগত **১৯৪৬** সালের **১**লা সেপ্টেম্বর ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার বসবাস তুলে দিয়ে ভারতের দেওঘরে এসে উঠেছিলেন। যেই মুসলমানের তাড়া খেয়ে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন, ভারতে এসে সেই মুসলমানদের গুরু মহম্মদ সম্পর্কে তিনি লিখলেন,

বুদ্ধ ঈশার বিভেদ করিস, চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে।
জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব, একই ওঁরা তাও জানিসনে ॥

অথবা,

কৃষ্ণ রসুল যীশু আদি, নররূপী ভগবান।
তুমি যে তাদের মূর্ত প্রতীক, প্রেরিত বর্তমান ॥

এই বাণীগুলিতে রসুল বলতে যে ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদকে বলা হয়েছে তা হয়তো কাউকে বোঝাতে হবে না। কাজেই **ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মহম্মদকে কৃষ্ণের সমান বলেছেন।** সেই রকম, গুজরাটের অহিংস অবতার তাঁর প্রার্থনা সভায় গীতা ও কোরান পাঠ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, গীতা ও যা, কোরানও তাই। কাজেইএইসব কথায় বিভ্রান্ত হয়ে হিন্দু সমাজের কোন মেয়ে যদি কোন মুসলমানের ছেলেকে বিয়ে করে তবে তাকে কখনোই দোষ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া এ সব কিছুর ওপরে রয়েছে **শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ।** এই **যত মত তত পথ**-কে ভুল ব্যাখ্যা দিতে মহেন্দ্র গুপ্ত বা মাস্টার মশাই **শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত** গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানরা একই পুকুরের জল খাচ্ছে, কিন্তু হিন্দুরা বলছে জল, মুসলমানরা বলছে পানী আর খ্রীস্টানরা বলছে ওয়াটার। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এর থেকে ভুল প্রচার আর কি হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, **যত মত তত পথ** বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের যে সব শাখা প্রাশাখা গুলো রয়েছে, যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি, এগুলো সব সমান। কিন্তু সেই ***যত মত তত পথ***-এর বিকৃত ব্যাখ্যা আজ হিন্দু সমাজের ধ্বংসের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে লক্ষ্য বিষয় হল, ***শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত***-তে যা লেখা আছে তা সব শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ছিলেন এক জন স্কুল শিক্ষক।

তাই তাঁর পক্ষে রোজ দক্ষিণেশ্বর যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শুধু রবিবার ও ছুটির দিনগুলোতেই দক্ষিণেশ্বর যেতেন। সেই কালে দক্ষিণেশ্বর যাবার যানবাহন বলতে ছিল নৌকো। তাই স্কুলের ছুটির পর দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মাস্টার মশাই অন্যান্য দিন গুলোতে ঠাকুর কি কি বলেছেন তা অন্যান্য ভক্ত ও চাকর বাকরদের থেকে জানার চেষ্টা করতেন এবং তা লিখে নিতেন। পরে বাড়ীতে ফিরে তিনি জিজের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করে গল্প খাড়া করতেন। এবং এভাবেই তিনি হিন্দু,

মুসলমান ও খ্রীস্টানদের এক পুকুর থেকে জল খাবার গল্প তৈরি করেছেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ *বেলুড় মঠের সাধুদের নিয়মাবলী* গ্রন্থে বলেছেন যে, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে খুব কাছ থেকে ঠাকুরকে দেখেছেন, একমাত্র তাঁদেরই ঠাকুরের বিষয়ে কিছু লেখার অধিকার আছে।

অথচ সেই স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনই আজ *যত মত তত পথ*-এর মহেন্দ্র গুপ্ত কৃত ভুল ব্যাখ্যার প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব বিকৃত ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়ে চলেছেন, **তাঁরা ইসলাম সম্বন্ধেও কিছু জানেন না এবং কোরানে কি লেখা আছে তাও কোনদিন পড়ে দেখেননি**। অথচ কিছু না জেনেই তাঁরা এই সব ভুল ব্যাখ্যা করে হিন্দু সমাজের সমূহ ক্ষতি করে চলেছেন। একটি হিন্দু মেয়ে কোন মুসলমানকে বিয়ে করলে হিন্দু সমাজের পক্ষে তা খুবই ক্ষতিকর। কারণ মুসলমানরা আগে তাকে মুসলমান বানাবে তার পর বিয়ে করবে। তাই কোন হিন্দু মেয়ের মুসলমান বিয়ে করার ফল হল হিন্দু সমাজের একজন সদস্য হ্রাস পাওয়া, পক্ষান্তরে, মুসলমান সমাজের এক জন সদস্য বৃদ্ধি পাওয়া। শুধু তাই নয়, ওই মেয়েটির গর্ভে যত জন সন্তান জন্মাবে, তারাও মুসলমান হবে। কাজেই শত্রুর সংখ্যা অনেক বাড়বে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, কোন একজন হিন্দু ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হলে শুধু এক হিন্দুর সংখ্যা যে একজন কমে তা নয়, হিন্দুর শত্রু একজন বাড়ে। গান্ধীজীও কোন হিন্দুর ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাই বড় ছেলে হীরালাল মুসলমান হলে তিনি আর্য সমাজের সাহায্যে তাকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। তাই কোন হিন্দু মেয়ে কোন মুসলমানের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না, দোষ দিতে হয় আমাদের ধর্মগুরুদের, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল কথা বলে তাদের বিভ্রান্ত করেছেন বা করে চলেছেন। যত শীঘ্র তাঁরা এসব বন্ধ করেন, হিন্দু মেয়েদের তথা হিন্দু সমাজের ততই মঙ্গল।

তার ওপরে আছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম, সিনেমা ও নাটক-নভেল ইত্যাদি। আমাদের দেশে আজ একটা আজব প্রথা চলছে, তা হল - ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়ে কোন সত্য কথা বলা যাবে না এবং সব সময় ও সব ব্যাপারে মুসলমানদের ভাল দেখাতে হবে। গুজরাটের অহিংস নীতির প্রচারক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীই যে এই বিচিত্র ভাবধারার প্রবর্তক তা বলাই বাহুল্য। এটাও বলতে কোন বাধা নেই যে, গান্ধী প্রবর্তিত এই ধারাকে অনুসরণ করেই আমাদের ধর্মগুরুরা ইসলাম সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা লিখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। যাই হোক, এই ধারাকে অনুসরণ করে আমাদের নাটক-নভেল ও সিনেমা ইসলাম তথা মুসলমানদের মহান বলে প্রচার করে চলেছে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার প্রচার করে চলেছে যে, ইসলাম একটি মহান ও সমাজতান্ত্রিক ধর্ম। কারণ ইসলামে কোন জাতপাতের বিভেদ নেই এবং আমীর ও গরিব মুসলমান একই মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। **কিন্তু ইসলামের এই সৌভ্রাতৃত্ব যে শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথবা ইসলাম যে আর সমস্ত মতবাদকে সমাপ্ত করে সমস্ত পৃথিবীকে একটি ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চায়, সে ব্যাপারে আমাদের কমিউনিস্ট নেতারা একেবারে নিশ্চুপ।**

অনেক হিন্দু বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, বাংলাভাষী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বাংলা ভাষাতে কথা বললেও তারা হল **ভারতে বসবাসকারী অভারতীয়**। ভারতের প্রতি তাদের কোন আনুগত্য নেই এবং তারা হল প্রথমতঃ পাকিস্তানের অনুগত এবং ব্যাপক অর্থে আরবের অনুগত। ভারতের নদনদী, জল, বায়ু, ও ভারতের মাটি তাদের কাছে পবিত্র নয়, তাদের কাছে পবিত্র হল আরবের মরুভূমির বালি ও মক্কার জমজম কূপের পানী। তারা ভারতে বসবাস করে বটে, **কিন্দু ভারতকে তারা মা বলে না। তাই তারা বন্দে মাতরম গায় না।**

তাই কোন হিন্দু মেয়ে যখন কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে, তখন তার পক্ষে মুসলমান সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলা শুধু কষ্টকর নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজের গোমাংস ভক্ষণ, বোরখা দ্বারা দেহকে সর্বক্ষণ আবৃত করণ এবং সদা সর্বদা তিন তালাকের মাধ্যমে ঘর থেকে বিতাড়িত হবার আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সবের পরেও আছে **স্বামীর দ্বারা অন্য পত্নী গ্রহণের মাধ্যমে সতীনের সঙ্গে ঘর করার করুণ অধ্যায়, কারণ যে কোন মুসলমানের এক সঙ্গে চার জন স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আছে**। প্রিয়াঙ্কা টোডির পক্ষে কতটা অসুবিধার সৃষ্টি হত তা সহজেই অনুমান করা চলে। টোডিরা নিরামিষাশী। সেই নিরামিষাশী প্রিয়াঙ্কাকে রিজোয়ানদের বাড়ীতে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করা গোমাংস খেতে দিলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হত তা বিশেষ বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

জহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা ফিরোজ খাঁকে বিয়ে করার পণ করলে গান্ধীজীর পরামর্শে তাঁকে গোপনে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার একটা মসজিদে তাঁকে মুসলমান করা হয়। তারপর তিনি ফিরোজ খাঁর সঙ্গে ঘর করতে থাকেন। কিন্তু রাজীবের জন্ম হবার পরে পরেই ফিরোজ খাঁ অন্য আরেক মহিলার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। এতে ফিরোজ খাঁর কোন অন্যায় হয়নি, কারণ মুসলমান হবার ফলে তার পক্ষে চারজন পত্নী রাখার বিধান আছে। কিন্তু ইন্দিরার পক্ষে সতীনের সঙ্গে ঘর করা সম্ভব হল না। তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে পিতৃগৃহেই ফিরে এলেন। অনেকেরই জানা নেই যে, হিন্দুদের বোকা বানাবার জন্য গান্ধী ফিরোজ খাঁ-কে দত্তক নিয়ে তার পদবী খাঁ-র বদলে গান্ধী লেখা চালু করেন। সেই হিসাবে **মুসলমানী ইন্দিরা ও তাঁর দুই মুসলমান ছেলে গান্ধী পদবী লিখতে শুরু করেন**। কিন্তু পুরীর মন্দিরের পূজারীরা মুসলমানী ইন্দিরাকে ও তাঁর দুই মুসলমান ছেলেকে কোন দিনও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে ঢুকতে দেননি। **ইন্দিরার মত শতকরা ৯৫ জন হিন্দু মেয়ের পক্ষেই মুসলমান স্বামীর ঘর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না**। তাই মুসলমান স্বামীর ঘর ত্যাগ করে পিতৃগৃহে ফিরে আসা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এ প্রসঙ্গে পাঠক শ্রীমতী সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায়-এর **কাবুলীওয়ালার বাঙালী বউ** স্মরণ করতে পারেন।

মুসলমান সমাজের আরেকটি প্রথার কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। কোন স্বামী যদি রাগের বশে, বা মাতাল অবস্থায়, বা নিজের অজান্তে ঘুমের ঘোরে, স্ত্রীকে তিনবার তালাক বলে দেয়, তা হলে কোরানের বিধান (২/২৩০) অনুসারে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেই স্ত্রী তখন তার অবৈধ (বা হারাম) হয়ে যায়। সেই অবৈধ স্ত্রীকে স্বামী যদি ফিরে পেতে চায় তা হলে সেই স্ত্রীকে বৈধ (বা হালাল) করে নিতে হয়। **এই জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হয়। এবং সেই নতুন স্বামী তালাক দিলে পুরোনো স্বামী আবার স্ত্রীকে ফেরৎ পেতে পারে**। এখানে আরও একটু লক্ষ্য করার বিষয় হল, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে শুধু বিয়ে দিলেই হবে না, অন্ততপক্ষে একটি রাত তাদের এক সঙ্গে কাটাতে হবে। এই দ্বিতীয় স্বামীটিকে বলা হয় মুস্তাহেল।

মুসলমান সমাজের সাধারণ নিয়ম হল, একজন অজানা অচেনা কদাকার লোককে টাকার বদলে মুস্তাহেল নিয়োগ করা হয় এবং একরাত্র কাটাবার পর সে ওই রমণীকে চুক্তি অনুসারে তালাক দিয়ে দেয় এবং আগের স্বামী তখন তাকে আবার নিকা করে নেয়। কিন্তু সেই মুস্তাহেল যদি সেই মহিলাকে তালাক না দিয়ে ঘরে নিয়ে চলে যায় তাহলে কারোর পক্ষেই আর কিছু করার থাকে না। মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তা হল, কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে মুস্তাহেল নিয়োগ করা হল, কিন্তু এক রাত কাটাবার পর তালাক না দিয়ে সে সেই মহিলাকে তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে ঘরে নিয়ে তুলল। **কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে নারীত্বের এই চরম অপমান সহ্য করা সম্ভব না হবারই কথা।**

মুসলমান সমাজে একমাত্র গর্ভধারণকারী মা সেই মায়ের মেয়ে ছাড়া আর সকল রমণীকেই বিয়ে করা চলে। এমনকি বাবা মারা গেলে বিমাতাকেও বিয়ে করা চলে। এই কারণে **মুসলমান সমাজের এমন কোন গৃহবধূ নেই যে কোন নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিতা হয় না**। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই যৌন অত্যাচার মুসলমান গৃহবধূদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। কারণ ইসলামী আইনমতে কোন মহিলা কোন পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনলে তার সমর্থনে তাকে চার জন্য পুরুষ সাক্ষী আনতে হবে, যা কখনই সম্ভব নয়। অন্যথায় সেই মহিলা **ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে, যার শাস্তি হল পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা**। তাই যে কয়েকটা ঘটনা খবরের কাগজে আসে তা হিমশৈলের অগ্রভাগ মাত্র। বিশেষ করে শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষিতা হবার ঘটনাই বেশী ঘটে থাকে এবং মুসলমান বিচারকরা এতে শ্বশুরের কোন দোষ দেখেন না, কারণ তা হলে নবী **মহম্মদকেও অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়**।

তাই এটা কোন অত্যুক্তি নয় যে, হিন্দু ঘরের মেয়েরা, যারা ইসলামের অ আ ক খ জানে না, একটা সাময়িক মোহের বশীভূত হয়ে তারা মুসলমান ছেলে বিয়ে করে বটে, কিন্তু তা কখনও সুখের হয় না। সব থেকে বড় কথা হল, ইসলামে নারীর কোন মানসম্মান নেই। **আরবের অসভ্য পশুপালক সমাজে উদ্ভূত ইসলামী শাস্ত্র মতে নারী শুধু একটি ভোগের সামগ্রী ও সন্তান উৎপাদন করার যন্ত্র মাত্র**। তাই সামান্য কারণে তাকে মারধর করা যায়, খাবার ও জল না দিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঘরে বন্ধ করে রাখা যায়, সর্বোপরি, তিন বার **তিন বার তালাক, তালাক, তালাক বলে গৃহপালিত পশুর মতই ঘর থেকে বিতাড়িত করা যায়**। কোরান বলছে, স্ত্রী হল শস্যক্ষেত্র, তাই তাতে যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা গমন করা চলে। তাই বলা চলে যে, **একটি অসভ্য দেশের অসভ্য ধর্মের দ্বারা চালিত একটি অসভ্য সমাজে সুসভ্য হিন্দু সমাজের মেয়েলের পক্ষে মানিয়ে চলা এক অসম্ভব কাজ। কাজেই এই ব্যাপারে হিন্দু মেয়েদের বার বার সতর্ক করা প্রয়োজন।**

লেখক প্রয়াত ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম

১. **ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা**,
২. **পুরুষার্থ প্রসঙ্গ: পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা**,
৩. **মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি**,
৪. **ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা**,
৫. **মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা**,
৬. **এক নজরে ইসলাম**,
৭. **ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত**,
৮. **স্কুলে যৌন শিক্ষা : একটি গভীর চক্রান্ত**,
৯. **Three Decrees of Islam**
১০. **ইসলাম কে তিন সিদ্ধান্ত**(হিন্দী) ইত্যাদি।

উপরোক্ত বইগুলো হিন্দুত্ববুক্স ওয়েবসাইটে সহজলভ্য।